খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্ত সার

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) কর্তৃক ২৩শে মে ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খুতবার সারাংশ।

আল্লাহ তালার ফযলে উন্নতির নতুন নতুন দ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত হতে থাকে। আজ প্রায় সমগ্র পৃথিবীব্যাপি ছড়ানো জামাতের সদস্যগণ এবং পৃথিবীর ২০৪ টি দেশে বসবাসরত আহমদীরা এই কথার স্বাক্ষী যে, এসব পরীক্ষা জামাতের জন্য উন্নতির নতুন নতুন রাস্তা উন্মুক্ত করছে এবং নব-নব লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হচ্ছে।

তাশাহুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) সূরা আল ইমরানের ১৪৬-১৪৯ এবং ১৭০-১৭২ আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন-

যেখানে আল্লাহ্ তা'লার এটি অনেক বড় অনুগ্রহ, আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জামাতকে এমনসব লোক দান করেছেন যারা নিজেদের প্রতিজ্ঞা এবং কুরবানী সমূহের রূহ-কে জানে। আর কেবল জানেই না বরং এর এমন নমুনা প্রতিষ্ঠাকারী যার উদাহারণ বর্তমান যুগে আর কোথাও পাওয়া যায় না। যদি সম্পদ কুরবানীর প্রশ্ন করা হয় এমন লোকেরা কোথায় যারা নিজেদের সম্পদ ধর্মের জন্য কুরবান করবে? তাহলে আহমদীয়া জামাতের সদস্যরা সামনে এসে দাঁড়ায়। সময়ের কুরবানী চাওয়া হলে আজ আহমদীয়া জামাতে ধর্মের খাতিরে সময় কুরবানীর উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যদি সম্মানের কুরবানীর নমুনা দেখতে হয় তাহলে আজ আহমদীয়া জামাতে এর নমুনা পাওয়া যাবে। ইসলামের তবলীগের জন্য যদি জীবনের উৎসর্গ চাওয়া হয় তাহলে নিষ্ঠাবানদের এক দল এর জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত রয়েছে। জীবনের কুরবানীর প্রকৃত নমুনা দেখতে হলে আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসে এই প্রকৃত কুরবানীর নমুনার মোহর পাওয়া যায়।

অর্থাৎ এমন যে কোন কুরবানী যা আল্লাহ তা'লার আদেশ অনুযায়ী এবং খোদা তা'লার খাতিরে করা হয় তার নমুনা প্রতিষ্ঠার জন্য খোদা তা'লা আজ আহমদীয়া জামাতকে সৃষ্টি করেছেন। আজ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা এমন এক জামাত দান করেছেন যাদের অধিকাংশ সম্পদ, জীবন, সময় এবং সম্মান কুরবানী করার রূহকে বোঝে। এবং এর জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু অনেকে এমনও আছে যারা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে মু'মেনের শানের বিরোধী কার্য প্রদর্শন করেন। অথবা পরিস্থিতির কারনে মানবীয় চাহিদার বশবর্তী হয়ে এমন কাজ করেন যার ফলে অনেক স্বল্প তরবিয়ত প্রাপ্ত লোক বা কাঁচা মেধার লোকেরা প্রয়োজনের অধিক প্রভাবিত হয়ে পড়ে। অনেকে আমাকে এটাও লিখে থাকেন যে, ইব্তেলা বা পরীক্ষার সময় দীর্ঘ হয়েই চলেছে। যদি প্রশ্ন শুধু এতটুকুই হয় যে, বিপদ এবং পরীক্ষার সময় দীর্ঘায়িত হয়ে চলেছে, আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্রই সাচ্ছন্দের উপকরণ সৃষ্টি করুন, তাহলে এতে কোন আপত্তি নেই। কেননা যখন এসব বিপদ এবং পরীক্ষা

চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায় তখন রসূল এবং মু'মেনদের জামাত 'মাতা নাসরুল্লাহ্'-র আওয়াজ উচ্চারিত করে এবং দোয়া করে। কিন্তু এই কথা এমনভাবে প্রকাশ করা যেখানে জাগতিক উপকরণ সমূহের প্রতি আকর্ষণ অনুভূত হয় তা একজন মু'মেনের শান নয়। যেমন একজন লিখেছেন- পাকিস্তানে জামাতের ওপর যে সকল অত্যাচার করা হচ্ছে তা আমাদের পৃথিবীকে জানানো উচিৎ।

এই বিষয়ে প্রথমত মনে রাখতে হবে, আমরা এই দাবী করি যে, আমরা ঐশী জামাত। তাই আমাদের এও স্মরণ রাখা উচিৎ, ঐশী জামাত কখনও জাগতিক সরকার এবং জাগতিক প্রতিবাদের ওপর ভরসা করে না, আর না ঐশী জামাতের উন্নতিতে জাগতিক সাহায্যের কোন হাত আছে। জাগতিক সাহায্য বিনা শর্তে এবং বিনা উদ্দেশ্যে হয় না। কোন না কোনভাবে নিজেদের সামনে অন্যকে নত না করিয়ে হয় না। আর এসব কথা একজন প্রকৃত মু'মেন কখনোই সহ্য করতে পারে না। মু'মেনদের পক্ষ থেকে যদি 'মাতা নাসরুল্লাহ্'-র আওয়াজ উচ্চারিত হয় তাহলে তাও দোয়ার আকারে হয়ে থাকে। তাঁর সামনে বিনীতভাবে হয়ে থাকে। আর সর্বদা আমরা যখন বিপদ এবং পরীক্ষার সময়কে অতিবাহিত করি তখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে বিনত হয়ে ফয়সালা এবং সাহায্য যাচনা করি এবং উন্নতির নতুন নতুন দ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত হতে থাকে।

আজ প্রায় সমগ্র পৃথিবীব্যাপি ছড়ানো জামাতের সদস্যগণ এবং পৃথিবীর ২০৪ টি দেশে বসবাসরত আহমদীরা এই কথার স্বাক্ষী যে, এসব পরীক্ষা জামাতের জন্য উন্নতির নতুন নতুন রাস্তা উন্মুক্ত করছে এবং নব-নব লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হচ্ছে। অতএব শুধু এই কথাতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়া উচিত নয় যে, এক দেশে বিপদ ও পরীক্ষার যুগ দীর্ঘ হয়ে গেছে। বরং এটা দেখুন যে, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহসমূহ কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে। যত দূর এই প্রশ্ন যে, পার্থিব উপকরণ ও ব্যবহার হওয়া উচিত। একথা সঠিক যে, ব্যবহার হওয়া উচিত। উপকরনসমূহের ব্যবহার নিষেধ নয় বরং তারও হুকুমও আছে এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযলে যতদূর পর্যন্ত এসব বাহ্যিক উপকরন ব্যবহার করা সম্ভব আমরা তা করিও। জামাতের ওপর কিভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে তা পৃথিবীকে অবগত করাহয়। আমরা তো তাদেরকে এটাও বলি যে, আজ যদি পৃথিবীর সবাই একত্রিত হয়ে এই অত্যাচার সমূহকে নিঃশেষ করার চেষ্টা না করে তাহলে এসব অত্যাচার আরও বিস্তৃত হতে থাকবে। এখানে কেবল জামাতের প্রশ্ন নয় বরং কোন মানুষই তখন আর নিরাপদে থাকবে না আর এখন সেটা বিস্তৃত হচ্ছেও। জগতবাসী তা দেখতেও পাচ্ছে। কিন্তু এসব কিছু বলার পরও আমরা না কোন সরকারের ওপর ভরসা করি আর না কোন মানবাধিকার সংস্থার ওপর, বরং আমাদের ভরসাস্থল হলেন খোদা তা'লা।

অতএব আমাদের চিন্তাধারা এবং জগতবাসীদের চিন্তাধারায় অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমরা যুগ ইমামের বয়াত করেছি যার সাথে খোদা তা'লার বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। বিজয়ের নতুন নতুন দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার ওয়াদা রয়েছে, আর যেমনটি আমি বলেছি আমরা এর দৃশ্যও অবলোকন করছি। কিন্তু অন্যদের সাথে এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই। শিয়াদের উদাহারন দেয়া হোক বা অন্য কারও

উদাহারন দেয়া হোক, আমি তো কোথাও এমন দেখতে পাইনা যে, জাগতিকভাবে প্রতিবাদ করে তারা নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করে নিয়েছে। তবে হ্যা সব জায়গায় ভাঙচুর এবং জ্বালানো পোড়ানো অবশ্যই হচ্ছে। আর এর ফলে আরও বেশী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে।

আমাদের এই কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, পাকিস্তান বা অন্যান্য দেশসমূহে বিরোধীদের পক্ষ থেকে বা সরকারের পক্ষ থেকে জামাতের ওপর যে সকল কঠোরতা আরোপ করা হচ্ছে, আইনের মাধ্যমে বা অন্য যে কোন ভাবে যে সকল অত্যাচার করা হচ্ছে, তা আজকালের সৃষ্টি নয় বা গত দুই তিন দশকের বিষয় নয়। এটা তো সেই সময় থেকে করা হচ্ছে যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী করেছিলেন এবং একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । তাঁকে (আ.) এবং জামাতকে প্রথম থেকেই এসব অত্যাচার এবং কঠোরতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। বরং একবার এমনও হয়েছে যখন মনে হয়েছিলো, তাঁকে (আ.) তাঁর সেই পৈত্রিক আবাস কাদিয়ান থেকে হিজরত করতে হবে যার এক সুদীর্ঘ যুগ থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খানদান মালিক হয়ে আসছে। তিনি (আ.) সেখানেও নিরাপদ ছিলেন না। বরং আমরা যদি আরও উপরে যাই তাহলে দেখি, মহানবী (সা.)-এর সারা জীবন শত্রুদের পক্ষ থেকে অত্যাচারের পর অত্যাচারের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে।

মহানবী (সা.) উপর পৃথিবীর সকল বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব ছিলো। তাঁর (সা.) সাহাবারাও কুরবানীর নমুনা দেখিয়েছেন। কারন ঐশী প্রতিশ্রুতি এবং খোদা তা'লার শিক্ষার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো। আর যেহেতু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এরও মহানবী (সা.)-এর ছায়াস্বরূপ আগমন করার কথা ছিলোএবং তিনি এসেছেনও। তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর ছায়াস্বরূপ ছিলেন। তাই তিনি (আ.)ও তাঁর মান্যকারীদের এটাই বলেছেন যে, আমার সাথে এবং আমার জামাতের ওপর তো এই অত্যাচার ও অবিচার এবং বিপদাবলীর যুগ আসবেই। তিনি (আ.) আরও স্পষ্ট করে বলেন, আমাদের রাস্তা কোন ফুলের বিছানা নয় বরং কাঁটার ওপর দিয়ে যেতে হবে। তিনি (আ.) কারও সাথে কোন প্রতারণা করেন নি। প্রত্যেক সেই ব্যাক্তি যে আহমদীয়াতে প্রবেশ করে সে এটা বুঝেই প্রবেশ করে যে, কষ্ট সহ্য করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগে কুরবানীর স্পৃহাকে অনুধাবন করার উদাহারন হলেন হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ। তার কাছে যখন বাদশাহ বারবার জোর দিয়ে এটা বলছিল যে, যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অস্বীকার কর যাকে তুমি মেনেছ তাহলে আমি এর প্রতিদানে তোমার জীবন রক্ষা করব। এই প্রলোভন দেয়া হলে তিনি বারবার এটাই বলেন যে, আজ যখন খোদা তা'লা আমাকে সেই মৃত্যু দিচ্ছেন যা আমাকে তাঁর পুরস্কার সমূহের উত্তরাধিকারী বানাবে তাহলে আমি দুনিয়ার খাতিরে কেন তাঁকে অস্বীকার করব। তুমি এক নিতান্ত অজ্ঞের মত প্রশ্ন করছ

বা আমার সাথে বিনিময় করতে চাচ্ছ। অতএব এই হলো মু'মেনের শান যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা নিম্নোক্ত আয়াতে বলেন,

فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

অর্থ: অতএব আল্লাহ্‌র পথে তাদের যে বিপদ এসেছিল তাতে তারা হীনবল হয়ে পড়েনি, তারা দূর্বলতা দেখায়নি এবং শত্রুদের সামনে নতও হয়নি। আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।

আজও আমাদের বিরোধীদের কষ্ট এটাই যে, এরা দূর্বলতা দেখায় না কেন? কেন আমাদের অত্যাচারের ফলে তারা আমাদের সামনে মাথা নত করে না? কিন্তু তাদের একথা জানা নেই যে, একজন প্রকৃত আহমদী সর্বদা খোদা তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বদা চেষ্টা করে যায়। আল্লাহ্ তা'লা নিজ সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য এখানে একটি দোয়াও শিখিয়েছেন যে, নিজেদের দৃঢ়তার জন্য সর্বদা দোয়া করতে থাক। কেননা ঈমানের দৃঢ়তা খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই এসে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই বিষয়ে বলেন- সেই সকল লোক যারা বলে যে, আমাদের প্রভু প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'লা এবং মিথ্যা খোদাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায় অতঃপর দৃঢ়তা অবলম্বন করে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা এবং বিপদের সময় অবিচল থাকে, তাদের ওপর ফিরিশতারা অবতীর্ণ হয় এবং বলে তোমরা ভয় করো না, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ো না বরং আনন্দিত হও এবং আনন্দে ভরে উঠো কেননা তোমরা সেই আনন্দের উত্তরাধিকারী হবে যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে। আমরা এই পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও তোমাদের বন্ধু। এখানে এই বাক্যগুলো দ্বারা এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দৃঢ়তা ও অবিচলতার মাধ্যমে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। এটি সত্য কথা যে, ইসতেকামত বা দৃঢ়তা ফাউকুল কারামাত হয়ে থাকে। ইসতেকামতের চরম উৎকর্ষ হলো যদি চতুর্দিক থেকে বিপদের ঘেরাও দেখে এবং খোদার রাস্তায় জীবন এবং মান-সম্মানকে বিপদের মাঝে পায় এবং কোন প্রকার শ্বান্তনাবাণী না শুনে এমনকি যদি খোদা তা'লাও পরীক্ষা সরূপ শ্বান্তনা প্রদানকরী কাশফ্ বা স্বপ্ন বা ইলহাম বন্ধ করে দেন এবং ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝে ছেড়ে দেন সেই সময়ও কাপুরুষতা দেখায় না এবং ভীরুদের মতো পেছনে সরে যায় না এবং বিশ্বস্ততার গুণে কোন প্রকার ত্রুটি সৃষ্টি হতে দেয় না। সততা এবং অবিচলতায় কোন প্রকার বাঁধা আসতে দেয় না। অপমানে আনন্দিত হয়, মৃত্যুতে রাজী হয়ে যায় এবং দৃঢ়তা ও অবিচলতার জন্য কোন বন্ধুর অপেক্ষা করে না যে, সে ভরসা দিবে।

অতএব এই অবস্থাই আজ আমাদের অর্জন করার চেষ্টা করা উচিৎ এবং তা খোদা তা'লার অনুগ্রহ ছাড়া হতে পারে না। যখন এই অবস্থা হবে যে, মানুষ সকল প্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লাওবান্দাকে পরিত্যাগ করেন না এবং অগ্রসর হয়ে তাকে সামলে নেন। তাই তো তিনি জান্নাত সমূহের ওয়াদাও দিচ্ছেন আর এর জন্য এখানে অবিচল থাকার দোয়াও শিখিয়েছেন এবং শত্রুদের ওপর বিজয় লাভের দোয়াও শিখিয়েছেন। এর অর্থ হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'লা

সেসব দোয়াকে কবুল করে বিজয়ের দ্বার এমনভাবে খুলে দিবেন যে শত্রুদের জন্য পলায়নের কোন জায়গা অবশিষ্ট থাকবে না। আর ইনশাল্লাহ্ তা'লা শেষ বিজয় যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং শেষ বিজয় আমাদেরই হবে।

এই কুরবানীসমূহের বর্ণনা লিপিবদ্ধকারীদের মাঝে এবং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জান্নাত এর সুসংবাদ প্রাপ্তদের মাঝে আজ পুনরায় আমাদের এক ভাই অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন যিনি হলেন মোকার্‌রম ফতেহ্ মুহাম্মদ সাহেবের ছেলে মোকার্‌রম খলীল আহমদ সাহেব। তিনি শেখুপুরা জেলার ভোয়ালের অধিবাসী যাকে গত ১৬ই মে ২০১৪ তারিখে শহীদ করা হয়েছে। ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন । এই ঘটনা এই রকম যে, ১৩ই মে ২০১৪ তারিখে মুখালেফরা জামাতের বিরোধীতায় গ্রামে যে সব স্টীকার লাগিয়ে ছিলো তা উঠানোর কারনে আহমদীদের সাথে তাদের ঝগড়া হয়। আসলে ঝগড়া তো ছিল না, তুই তোকারী পর্যন্তই ছিল। এই বিষয়টিকে ইস্যু বানিয়ে তারা জামাতের বিরোধীতায় শেখুপুরা জেলার ভোয়ালে মিছিল বের করে। লাউড স্পিকার দিয়ে জামাতের বিরুদ্ধে উসকানীমূলক বক্তৃতা দেয়া হয়। এবং রাস্তা বন্ধ করে পুলিশের কাছে মামলা করার দাবী করা হয়। যার ফলে পুলিশ চারজন আহমদী যাদের মাঝে মুবাশ্বের আহমদ সাহেব, গোলাম আহমদ সাহেব, খলিল আহমদ সাহেব এবং এহসান আহমদ সাহেব ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে মামলা লিখে নেয় এবং এফ আই আর-এ উল্লেখিত আসামীদের মধ্য থেকে খলিল আহমদ সাহেব এবং আসামীদের কতিপয় অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করে। মামলা শুরু হওয়ার পর এফ আই আর-এ অন্য যাদেরকে আসামী করা হয়েছিল তাদের সাময়িক জামিন করানো হয়েছিলো এবং খলিল সাহেবের জামিনের ব্যাপারে কার্যক্রম চলছিল। এমতাবস্থায় ১৬ই মে ২০১৪ তারিখ শুক্রবার দুপুর সোয়া বারোটায় সেলিম নামের এক যুবক আসে যে পাশের গ্রামের অধিবাসী ছিল। সে বলে যে, আমি খাবার দিতে এসেছি। এই অজুহাতে সে ভিতরে প্রবেশ করে এবং কারাকক্ষের নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, খলিল সাহেব কে? খলিল সাহেবের দিকে ইঙ্গিত করা হলে সে পিস্তল বের করে খলিল সাহেবের চেহারায় ফায়ার করে যার ফলে তিনি গুরুতর আহত হন। আততায়ী অন্যান্য আহমদী বন্দীদের ওপরও ফায়ার করার চেষ্টা করে কিন্তু তখন পিস্তল চলেনি এবং গুলি আটকে যায়। পুলিশ সেই আসামীকে গ্রেপ্তার করে নেয়। খলিল সাহেবকে কারাকক্ষের বাইরে বের করে কিন্তু ততক্ষণে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।